দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 FEB 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উপেক্ষিত কেন

এস এম হৃদয় রহমান

দেশের উচ্চশিক্ষার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে নেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ। বিশেষ করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় দৈন্যদশা দেখা দিয়েছে। ওই সব প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা চরমভাবে উপেক্ষিত। অবস্থা অনেকটা 'প্রদীপের নিচে অন্ধকার'-এর মতো। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চাকরিনির্ভর পড়াশোনা এখন শিক্ষার্থীদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বাজার চাহিদার বিবেচনায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ, এমবিএ, কম্পিউটার বিজ্ঞান, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ফ্যাশন ডিজাইনিংসহ কয়েকটি বিষয় বেশি করে পড়ানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তথ্যমতে, দেশের ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বাংলায় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর করার সুযোগ রয়েছে মাত্র ৯টিতে। বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের চেয়ে বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে আমাদের দেশীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এর প্রভাবে নর্থ সাউথ, ইস্ট ওয়েস্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এআইইউবি, আইইউবিএটি, ইউল্যাব, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পশ্চিমা ও মধ্যপ্রাচ্যের ভাবধারার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার্থীদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা। বাংলা ভাষাকে অবহেলার চোখে দেখার মূল কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয় রাখা নিয়ে বাধ্যতামূলক কোনো আইন না থাকা এবং চাকরির বাজারে এর কদর না থাকাকে। বাংলাদেশের ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, গণবিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ, সাইথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, শান্তা মারিয়াম ইউনিভার্সিটি, সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি, নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ইউনিভার্সিটি, সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ রয়েছে।

৭৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগ না থাকা নিয়ে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর নুরুল ইসলাম বলেন, এ ব্যাপারটাতে সরকারের বিরাট দায়িত্ব ছিল যে বাধ্যতামূলক বাংলা অনুষদ রাখার বিষয়ে আইন করা। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর সঙ্গে যারা যুক্ত তারা চিন্তা করে কোন বিষয়ের বেশি কদর রয়েছে এবং কোন বিষয়ে শিক্ষার্থী বেশি ভর্তি হয় সে বিষয়গুলোর অনুষদ রাখা। সরকারের উচিত ছিল আমাদের নিজস্ব সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে আগে প্রাধান্য দিয়ে অন্য বিষয়ে পড়ালেখার সুযোগ রাখা। কিন্তু পুরোটাই উলটো হয়েছে। বাংলা ভাষাকে বাদ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা হবে তা ভাবা যায় না। কিন্তু এগুলোই দেখতে হচ্ছে। ১৯৫২ সালে যে ভাষা এবং সংস্কৃতির জন্য আমাদের সোনার ছেলেরা জীবন দিয়ে গেছে সেই ভাষাকে অবমূল্যায়ন করাটা আমাদের জাতি হিসেবে লজ্জার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে হঠাৎ করে বাংলা বিভাগ না খোলা গেলেও অন্তত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে কোর্স চালু করা উচিত। স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে সম্ভব না হলেও সহায়ক বিষয় হিসেবে কমপক্ষে ১০০ নম্বরের বাংলা বিষয় চালু করা প্রয়োজন।

ঢাকা কলেজ